দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 DEC 2002
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

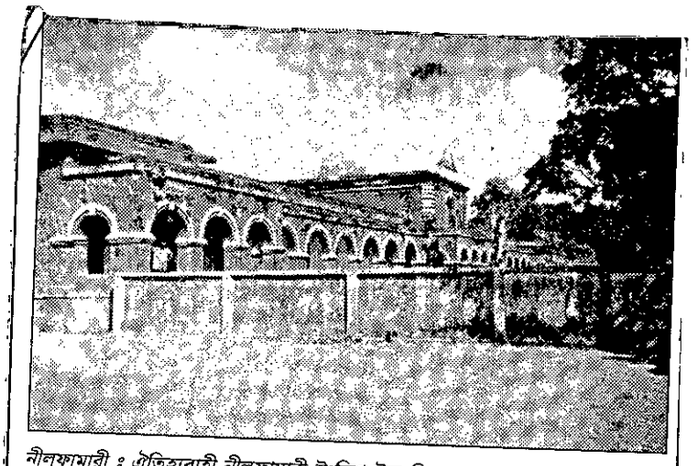

নীলফামারী ঃ ঐতিহ্যবাহী নীলফামারী ইংলিশ উচ্চ বিদ্যালয় -ইত্তেফাক

নীলফামারীর শতাধিক বছরের প্রাচীন বিদ্যালয়টি ঐতিহ্য হারাতে বসেছে

নীলফামারী সংবাদদাতা ।। সুদীর্ঘ ১২০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত নীলফামারী ইংলিশ উচ্চ বিদ্যালয়টি উদ্যোগের অভাবে অতীত ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। ১৮৮২ সালে বর্তমান স্থানে মহকুমা সদর স্থানান্তরিত হওয়ার পর তৎকালীন ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগীদের আর্থিক সহায়তায় তারাগঞ্জের জমিদার তমিজদ্দিন চৌধুরীর দান করা ১০ বিঘা জমির উপর শহরের কেন্দ্রস্থলে নীলফামারী ইংলিশ উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে টিনের বেড়ার ঘরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী চালু করা হয়। ১৮৯২ সালে ১০ম শ্রেণী শুরু হয়। তৎকালীন স্থানীয় ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী ও সরকারী আর্থিক সহায়তায় ১৯১১ সালে বিদ্যালয়ের পাকা ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯১৪ সালে শেষ হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়টি রংপুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্যে সেরা বিদ্যালয়ের খ্যাতি অর্জন করে। বিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্যে ছিল পৃথক ছাত্রাবাস। মুসলমান ছাত্রাবাসটিতে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মহিলা কলেজ। হিন্দু ছাত্রাবাসটি বর্তমানে সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ১৯৬৮ সালের ১৫ নভেম্বর বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণ করা হয়।

সরকারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যালয়টির পড়াশুনার মান এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল আন্তঃবোর্ড পর্যায়ে ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। প্রতি বছরে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে ৩/৪ জন ছাত্রের অবস্থান থাকত। পড়াশুনার পাশাপাশি ৪টি মাঠে নিয়মিত ফুটবল খেলা ছাড়াও ছাত্রদের শরীর গঠনের জন্য ব্যায়ামাগারে নিয়মিত ব্যায়াম ছিল আবশ্যিক। মহকুমা, জেলা বিভাগ এমনকি জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল ছাড়াও এ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন আইটেমে বিদ্যালয়টির অবস্থান ছিল একচেটিয়া। শহরের কেন্দ্রস্থলে বিশাল মাঠের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিদ্যালয়টি এমনিতেই সাধারণ মানুষের নজর আকৃষ্ট করে। বিদ্যালয়ের প্রধান ফুটবল মাঠে ১৯৪৭ সালের পর থেকে প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো 'খয়েরজাহান' ও 'কাজী সিরাজুল হক' চ্যালেঞ্জ শিল্ডের খেলা। ষ্টেডিয়াম না থাকায় টিন দিয়ে মাঠ ঘিরে টিকেটের মাধ্যমে বিদ্যালয় মাঠে খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হতো। বিদ্যালয়ের খেলাধুলার কথা স্মরণ করলেই বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সুনিল ব্যনার্জির (খোকনদা) কথা সবার মনে ভেসে উঠে।

১৯৬৮ সালে সরকারীকরণের পর থেকেই বিদ্যালয়ে নেমে আসে বন্ধ্যাত্ব। স্থানীয় ভাবে দেখাশুনা ও তদারকীর অভাবে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার মান হ্রাস পেয়ে বর্তমানে শূন্যের কোঠায় দাঁড়িয়েছে। ক্রীড়া ও স্কাউট শিক্ষক পদে শিক্ষক বহাল থাকলেও বাস্তবে কোন প্রতিফলন দেখা যায় না। অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের বেশীরভাগ শিক্ষকই বেশী সময় ব্যয় করেন প্রাইভেট টিউশনিতে।

বিদ্যালয়ের হাজার হাজার প্রাক্তন ছাত্র দেশের এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বিদ্যালয় সরকারীকরণের শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম অবনতি ঘটেছে।